## উত্তরাঞ্চলের জেএমবি ক্যাডাররা

# এখনো সক্রিয়

**অপূর্ব কুমার**, *রাজশাহী থেকে*

জঙ্গি নেতা শায়খ আবদুর রহমান ও সিদ্দিকুল ইসলাম বাংলা ভাই গ্রেপ্তারের পরও জঙ্গি সংগঠনের অভয়ারণ্য বলে পরিচিত উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলো এখনও জেএমবি ক্যাডারদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল। রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নওগাঁ, নাটোর, জয়পুরহাট, বগুড়া এবং গাইবান্ধায় ট্রেনিংপ্রাপ্ত জেএমবি ক্যাডাররা আজও ধরাছোঁয়ার বাইরে। আধ্যাত্মিক নেতা শায়খ আবদুর রহমান, জেএমবির সেকেন্ড-ইন-কমান্ড কথিত বাংলা ভাই এবং সামরিক শাখার প্রধান আতাউর রহমান সানি র‍্যাবের হাতে ধরা পড়লেও থেমে নেই জঙ্গিদের কর্মকান্ড। শীর্ষনেতাদের গ্রেপ্তারে পর এসব এলাকার জেএমবিরে সদস্যরা নতুন কৌশল হিসেবে আন্ডারগ্রাউন্ডকে বেছে নিয়েছে। ২০০১ সালে চারদলীয় জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর আফগান ফেরত জঙ্গি নেতারা রাতারাতি সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে ইসলাম কায়েমের স্বপ্ন দেখে। সেই সঙ্গে জঙ্গিরা চারদলীয় ঐক্যজোটের ইসলামপন্থি দলগুলোর মদদে রীতিমতো হৃষ্টপুষ্ট হয়ে ওঠে। অভিযোগ রয়েছে, কথিত চরমপন্থি নিধনের নামে রাজশাহীসহ উত্তরাঞ্চলের দায়িত্বপ্রাপ্ত উপমন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী এবং স্থানীয় সাংসদসহ জামায়াত নেতারা জেএমবিদের মদদদানেও পিছিয়ে নেই। সাপ্তাহিক ২০০০ আগেই বলেছে, নাটোর, রাজশাহী এবং নওগাঁয় চরমপন্থিদের আধিপত্য বেড়ে যাওয়ায় সাবেক নকশাল নেতা এবং বর্তমানে গৃহায়ণ ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী আলমগীর কবির এবং ভূমি প্রতিমন্ত্রী রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু সর্বহারা দমনের অছিলায় জাগ্রত মুসলিম জনতা বাংলাদেশ (জেএমজেবি) নামক উগ্র মৌলবাদী জঙ্গি সংগঠন তৈরি করে। এই সংগঠনের সঙ্গে ডাক, তার ও টেলিযোগাযোগমন্ত্রী ব্যারিস্টার আমিনুল হক, রাজশাহী সিটি মেয়র মিজানুর রহমান মিনু এবং এমপি নাদিম মোস্তফার যোগাযোগের অভিযোগ পাওয়া গেছে। এমনকি সরকারি দলের কারো কারো মদদে ইসলামী জঙ্গি সংগঠনের সৃষ্টি- এই অভিযোগ তোলার পর এমপি আবু হেনাকে বিএনপি থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। সম্প্রতি এসপি মাসুদ মিয়াকে বরখাস্ত করা হয় জঙ্গিবাদে ইন্ধন দেয়ার অভিযোগে। কিন্তু উত্তরাঞ্চলে জেএমবির গডফাদার বলে পরিচিতদের বিরুদ্ধে এখনও কোনোও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

২০০০-এর অনুসন্ধানে জানা গেছে, বাগমারা, রানীনগর, আত্রাই, নলডাঙ্গা

*এই সেই রমজান কায়ার বাড়ি। এখানেই প্রথম ক্যামেরা গেড়েছিল বাংলাভাই। (ডানে) এই বাড়ির জেলখানা। বিভিন্ন স্থান থেকে লোকজন ধরে এনে এখানে আটকে রাখা হত*

এবং নন্দীগ্রামের বাংলা ভাইয়ের সহযোগীদের পুলিশ গ্রেপ্তার করতে পারেনি। যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট কোনো অভিযোগ আনা হয়নি। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে গ্রেপ্তারকৃতদের ৫৪ ধারায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে, যাতে তারা অতি সহজে পার পেয়ে যায়। জানা গেছে, শুধু বাগমারা এলাকায় জেএমবির ৫০০ ক্যাডার রয়েছে। পুলিশের তালিকাতেই রয়েছে ৩০০-র বেশি সশস্ত্র ক্যাডার। ইতিমধ্যে র‍্যাব জেএমবির এহসার সদস্য দুর্গাপুরের এমদাদকে গ্রেপ্তার করে। এর আগে র‍্যাব বাংলা ভাইয়ের অন্যতম সহযোগী হামিরকুৎসা ইউনিয়নের মাহাতাব খামারুকে গ্রেপ্তার করেও ছেড়ে দিয়েছে। র‍্যাব বলছে, মাহাতাব খামার বিরুদ্ধে তেমন কোনো অভিযোগ না থাকায় তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। অবশ্য র‍্যাব এখন খামারুকে গ্রেপ্তারে জন্য প্রাণপণে (!) চেষ্টা করে যাচ্ছে। গত বছর ডিসেম্বরে খয়রা গ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা হত্যা মামলায় জেএমবির অ্যাকশন কমান্ডার মোস্তাফিজুর রহমান মোস্তাক, বোমার মতিনসহ ৯ জনকে অভিযুক্ত করে চার্জশিট দেওয়া হয়। আসামিরা বর্তমানে জামিনে আছে। এছাড়া জেএমবির স্থানীয় প্রথম সারির কারোর বিরুদ্ধে তেমন কোনো অভিযোগ দাখিল করা হয়নি।

সরেজমিন ঘুরে দেখা গেছে, ২০০৪ সালের ১ এপ্রিল জঙ্গিদের তান্ডবের সময় বাংলা ভাইয়ের সহযোগী হিসেবে যারা ছিল তারা এখনও তাদের এলাকায় আধিপত্য বিস্তার করে আছে। তাদের মধ্যে রয়েছে সাকোয়ার আবদুস সাত্তার বিএসসি, তার ভাই আবদুল খালেক, যাত্রাগাছির আবদুস সোবহান, পলাশির মোস্তাফিজুর রহমান মোস্তাক, আবুল কালাম, আবদুল আলিম, গোয়ালাকান্দির বেলাল হাজাতি, কালুপাড়ার মোস্তাফিজুর রহমান মিন্টু, ঝিকরার জাহাঙ্গীর আলম, কাঁঠালবাড়ির বিপুল, বাসুপাড়া ইউপি চেয়্যারম্যান বেশার তুল্লাহ, ধবলসিংয়ের আমানউল্লাহ, লিয়াকত আলম, বড় বিহানালির আকবর আলী ওরফে ভাটা আকবর, আত্রাই ফ্যাশনের মঞ্জু, ভবানীগঞ্জের সিদ্দিকুর রহমান। এরা সবাই পুলিশের তালিকাভুক্ত জেএমবি ক্যাডার। এছাড়া আটগ্রামের হেমায়েত হোসেন হিমু, নজরুল, সালাম, ভবানীপুরের আবদুল জলিল, জয়নুল, ভেটির শরিয়তুল্লাহ, সীমার, বিহারিপুরের আবুল মাস্টার, পোয়াতার হাবিবুর রহমান হবি, করাকঞ্চির তোতা খন্দকার, ভোপাড়ার শামসুল হুদা মৌলভী, হান্নান, জিয়া, বাঁশবাড়িয়ার ইসমাইল শেখ, খবির শেখ, চিকু এবং বাচ্চু বাংলা ভাইয়ের সহযোগী হিসেবে পরিচিত। আত্রাইয়ে র‍্যাবের ক্যাম্প স্থাপিত হলে এরা আত্মগোপন করে। এছাড়া বাগমারার ১৬টি ইউনিয়নের চেয়ারম্যানদের মধ্যে বিজন কুমার ও মহসিন আলী ছাড়া বাকি ১৪ জন বিএনপি ও আওয়ামী লীগ সমর্থিত চেয়ারম্যান বাংলা ভাইয়ের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। এমনকি বাংলা ভাই গ্রেপ্তার হওয়ার পরও এলাকাবাসী স্থানীয় জঙ্গিদের ভয়ে আনন্দ মিছিল করতে পারেনি।

২০০০-এর অনুসন্ধানে আরো জানা যায়, জঙ্গি নেতা সিদ্দিকুল ইসলাম বাংলা ভাইয়ের ক্যাডার বাহিনীর দমন অভিযান চলাকালে বাগমারা, রানীনগর এবং নলডাঙ্গার জামায়াত, বিএনপি, আওয়ামী লীগ জাপার একাধিক নেতা-কর্মী সমর্থন দেয়। সম্প্রতি বাংলা ভাই গ্রেপ্তার হওয়ার পর এসব নেতা গা-ঢাকা দেয়। বাংলা ভাইকে সমর্থন দিয়ে বর্তমানে আত্মগোপনে রয়েছেন ভবানীগঞ্জ পৌরসভার চেয়্যারম্যান খোদা বক্স প্রাং, কাচারি কোয়ালিপাড়া ইউপি চেয়্যারম্যান আয়েন উদ্দিন, ভবানীগঞ্জ পৌর বিএনপির সভাপতি আবদুর রাজ্জাক, জেএমবি ক্যাডার মাহাতাব খামারু এবং শ্রীবন্তিপাড়ার বিএনপি নেতা মাহফুজুর রহমান।

### এক নজরে জেএমবির নৃশংসতা

মাত্র দুই মাসের ব্যবধানে জেএমবি ক্যাডাররা ২২ জনকে হত্যা, ১২ জনকে গুম এবং ৫ শতাধিক মানুষকে পিটিয়ে পঙ্গু করে দেয়। একে একে খুন করে বাগমারার ওসমান আলী, আত্রাইয়ের সেনা সদস্য শেখ ফরিদ উদ্দিন, রানীনগরের শফিপুরের আব্দুল কাইয়ুম বাদশা, সিম্বার ইদ্দিস আলী খেজুর জাহাঙ্গীর হোসেন, রানীনগরের চামটা গ্রামের সুশান্ত কুমার, সুফল চন্দ্র, স্বপন মেম্বার, জিয়াউর রহমান কালীবাড়ীর দীপংকর কুমার, বেতগাড়ীর আফজাল হোসেন, কালীগঞ্জের বিরেন্দ চন্দ্র, বৃদ্ধ কসরত আলী, বাগমারার ব্যবসায়ী মকবুল হোসেন, রমজান মেম্বার, আলাউদ্দিন আলাসহ আরও অনেককে। জেএমবি ক্যাডাররা সর্বহারা দমনের অছিলায় পুলিশ প্রশাসনের মদদে এই হত্যাকান্ড চালায়। এছাড়াও করে পঙ্গু করে দেয় রানীনগরের মোস্তাফিজুর রহমান বাবুল, আত্রাই থানা আওয়ামী লীগের গোলাম মোস্তফা বাদল, বাগমারার হাসানপুর গ্রামের ফজলুর রহমান, বাগমারার ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক রেজাউল করিম, লিয়াকত আলী, হামিরকুৎসার রফিক, শাফিকুর নাহার প্রমুখকে। বাংলা ভাইয়ের অপারেশনের সময় নিখোঁজ হয়েছেন বাগমারার আবু তালেব, শহিদুল ইসলামসহ আরো অনেকে।

### জঙ্গিদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট কোনো মামলা নেই

অভিযোগ রয়েছে, পুলিশের যোগসাজশে এই অঞ্চলের জঙ্গিদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট কোনো অভিযোগ নেই। জানা গেছে, জেএমবির আধ্যাত্মিক নেতা শায়খ আবদুর রহমান নওগাঁর রানীনগরের ভেটি ক্যাম্পের দায়িত্বে ছিলে। সেখানে আবদুল কাইয়ুম বাদশাকে হত্যা করে উল্টো করে গাছে ঝুলিয়ে রাখা হয়। খেজুর আলীকে খুন করে পাঁচ টুকরো পাঁচ জায়গায় পুঁতে রাখে জেএমবি ক্যাডাররা। কিন্তু খেজুর আলী হত্যা মামলায় আহলে হাদিস নেতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. গালিবকে আসামি করা হলেও শায়খ আবদুর রহমান ও বাংলা ভাইকে আসামি করা হয়নি। সাধারণ জনগণ এমনকি নির্যাতিতদের পরিবারও ভয়ে মামলা করতে পারেনি। ওয়ার্কাস পার্টির পলিট ব্যুরোর সদস্য ফজলে হোসেন বাদশা, আওয়ামী লীগ নেতা খায়রুজ্জামান লিটন এবং দৈনিক সংবাদের রাজশাহী প্রতিনিধি জাহাঙ্গীর আলম আকাশ এ বিষয়ে মামলা করলেও মামলার চার্জশিট তৈরি হয়নি। এ অঞ্চলের জেএমবি ক্যাডাররা এখনও বহালতবিয়তে রয়েছে। অন্যদিকে সেনা সদস্য শেখ ফরিদ আহমেদ হত্যাকান্ডে জেএমবি সদস্য সালামকে গ্রেপ্তার করা হলেও জামিনে সে মুক্তি পায়। সেই সঙ্গে জেএমবির স্থানীয় শীর্ষ ক্যাডার মোস্তাফিজুর রহমান খাজা, শরিয়তুল্লাহ সিমার, আবদুস সালাম, হেমায়েত হোসেন হিমু, মাওলানা নজরুল ইসলাম, পিয়ন ফিরোজ ও জামায়াত নেতা মোজাম্মেল হোসেনসহ অনেকে প্রকাশ্যে চলাফেরা করছে।

### বাংলা ভাইয়ের প্রথম ক্যাম্প রমজান কায়ার বাড়ি

২০০৪ সালের ১ এপ্রিল জঙ্গিরা প্রথম আস্তানা গাঁড়ে হামিরকুৎসার কুখ্যাত রাজাকার রমজান কায়ার বাড়িতে। আজও এই বাড়ির পাশ দিয়ে লোকজন যাতায়াত করলে তাদের প্রাণ আঁতকে ওঠে। বাড়ির মধ্যে একটি কক্ষ জঙ্গি বাহিনীর অস্ত্রভান্ডার, একটি খাদ্যভান্ডার, একটি টর্চার সেল, একটি বাংলা ভাইয়ের রেস্ট রুম এবং বাকি কক্ষটি ব্যবহৃত হতো জঙ্গিদের প্রশিক্ষণ কক্ষ হিসেবে। এই বাড়িতেই পঙ্গু হয়েছে শতাধিক মানুষ। নিহত হয়েছে একজন। নির্যাতনের পর লাশ খুঁজে পাওয়া যায়নি দু জনের। বর্তমানে বাড়িতে রমজান কায়া ও তার ছেলেরা বসবাস করছে। কিন্তু পথচারীরা ভুলে একবারও তাকায় না ঐ বাড়িটির দিকে। সম্প্রতি বাংলা ভাই গ্রেপ্তার হলেও তার সহযোগী বলে পরিচিত রমজান কায়া নিজ বাড়িতে সুখে-শান্তিতে দিনযাপন করছে।

### বাংলা ভাইয়ের টুপি

যে টুপি পরে বাংলা ভাই এ অঞ্চলে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিল, জেএমবি এবং জেএমজেবি নিষিদ্ধ হওয়ার পর সেই টুপি রমজান কায়াকে দান করে যায়। রমজান কায়া আজও সেই টুপি বীরদর্পে মাথায় দিয়ে ঘুরে বেড়ায়। এলাকাবাসী জানায়, সবুজ রঙের এই টুপি পরে বাংলা ভাই টর্চার সেলে মানুষ পেটাতো। টুপি দেখলে মানুষ বাংলা ভাই নির্যাতনের দৃশ্য পুনরায় কল্পনা করে ভয়ে আঁতকে ওঠে।

এ ব্যাপারে বাগমারা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মতিয়ার রহমান ২০০০-কে জানান, অভিযোগপত্র অনুযায়ী আসামিদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে। বাগমারা এলাকায় কোনো ইসলামী জঙ্গি নেই।